ASW SWC 'Amini' চালু করার মাধ্যমে ভারত আদিবাসী নৌ সক্ষমতার মাইলফলক অর্জন করেছে

(ভারতের নৌ প্রকল্পের চতুর্থ ASW SWC 'আমিনি'-এর সূচনা, দেশটির স্বনির্ভরতার সাধনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের প্রতীক। কৌশলগত নামকরণ এবং সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে, এটি ভারতের সামুদ্রিক দক্ষতা এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সূচনা করে।)

গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (GRSE) দ্বারা গৃহীত প্রকল্পের অধীনে চতুর্থ অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার শ্যালো ওয়াটারক্রাফ্ট (ASW SWC)-এর সফল উৎক্ষেপণের মাধ্যমে ভারত 16 নভেম্বর, 2023-এ তার নৌ সক্ষমতায় একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য চিহ্নিত করেছে। ভারতীয় নৌবাহিনী। মেটেরিয়ালের প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল সন্দীপ নাইথানির সভাপতিত্বে লঞ্চ অনুষ্ঠানটি দেশীয় জাহাজ নির্মাণ এবং সামুদ্রিক প্রতিরক্ষার প্রতি দেশের প্রতিশ্রুতির উদাহরণ দেয়।

নামকরণের তাৎপর্য - আমিনী:

'আমিনি' নামের জাহাজটি কৌশলগত সামুদ্রিক গুরুত্ব বহন করে, যা কোচি থেকে প্রায় 400 কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত লক্ষদ্বীপের আমিনি দ্বীপের প্রতীক। এই নামকরণের ঐতিহ্য সামুদ্রিক রীতিনীতির সাথে সারিবদ্ধ, জাহাজ এবং দ্বীপের মধ্যে প্রতীকী সংযোগের উপর জোর দেয়।

প্রকল্পের পটভূমি এবং সহযোগিতামূলক নির্মাণ কৌশল:

ASW SWC প্রকল্পের শিকড়গুলি 29 এপ্রিল, 2019-এ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক (MoD) এবং GRSE-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে ফিরে আসে। উদ্ভাবনী বিল্ড কৌশলটির মধ্যে GRSE, কলকাতায় চারটি জাহাজ নির্মাণ জড়িত, বাকি চারটি সাবকন্ট্রাক্টেড এলএন্ডটি শিপবিল্ডিং, কাট্টুপল্লী, হুল এবং অংশ সাজানোর জন্য। এই সহযোগিতামূলক পদ্ধতি একটি অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন জাহাজ নির্মাণ সংস্থার মধ্যে সমন্বয়কে আন্ডারস্কোর করে।

Asutosh Mukherjee Road, College Para, Hathi More, Siliguri, West Bengal
+91 - 8436586516, +91-8436900456
thedhronas@gmail.com
thedronas.com

GET IT ON Google Play

ASW SWC জাহাজের উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতা:

আরনালা শ্রেণীর অন্তর্গত, এই ASW SWC জাহাজগুলি ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্যমান অভয় শ্রেণীর ASW কর্ভেটগুলিকে প্রতিস্থাপন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। তাদের প্রাথমিক কাজগুলির মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় জলে সাবমেরিন বিরোধী অপারেশন, নিম্ন তীব্রতা মেরিটাইম অপারেশন (LIMO), এবং মাইন লেইং অপারেশন। 77 মিটার দৈর্ঘ্যের মাত্রা, 900 টন স্থানচ্যুতি এবং সর্বোচ্চ 25 নট গতির সাথে, এই জাহাজগুলি প্রায় 1800 নটিক্যাল মাইলের একটি চিত্তাকর্ষক ধৈর্য ধারণ করে।

অর্জন এবং আত্মনির্ভর ভারত ভিশন চালু করুন:

'আমিনি'-এর সূচনাটি দেশীয় জাহাজ নির্মাণের প্রচেষ্টার সফল পরিণতি চিহ্নিত করে, একই শ্রেণীর তৃতীয় জাহাজটি 13 জুন, 2023-এ চালু করা হয়েছিল। এক বছরের মধ্যে চারটি জাহাজ চালু করা আত্মনির্ভর ভারত বা একটি স্বয়ং-এর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে ভারতের অগ্রগতি তুলে ধরে। -নির্ভর ভারত। এই অর্জন শুধুমাত্র ভারতের সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে না বরং প্রতিরক্ষা উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে দেশটির অগ্রগতিও দেখায়।

সংবাদমাধ্যম সম্প্রচার:

নৌ-সামর্থ্যের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির উপর জোর দিয়ে শিরোনাম সহ 'আমিনি'-এর উৎক্ষেপণ মিডিয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। অনুষ্ঠানে, প্রধান নৌ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এবং ভাইস অ্যাডমিরাল সন্দীপ নাইথানির সভাপতিত্বে, দেশের প্রতিরক্ষা আখ্যানে ইভেন্টের গুরুত্বকে বোঝায়।

Asutosh Mukherjee Road, College Para, Hathi More, Siliguri, West Bengal
+91 - 8436586516, +91-8436900456
thedhronas@gmail.com
thedronas.com
GET IT ON Google Play

ASW SWC জাহাজের গভীর বিশ্লেষণ:

1. প্রযুক্তিগত বিশেষ উল্লেখ:

ASW SWC জাহাজ, দৈর্ঘ্যে 77 মিটার, 900 টন স্থানচ্যুতি প্রদর্শন করে, যা সাবমেরিন-বিরোধী অপারেশনের জন্য একটি শক্তিশালী এবং চটপটে প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিত করে। 25 নট এর সর্বোচ্চ গতি এবং 1800 নটিক্যাল মাইলের চিত্তাকর্ষক ধৈর্য সহ, এই জাহাজগুলি বিভিন্ন সামুদ্রিক পরিবেশে কার্যকরভাবে নেভিগেট করতে এবং পরিচালনা করার জন্য সুসজ্জিত।

2. কৌশলগত নামকরণের ঐতিহ্য:

জাহাজটির নাম 'আমিনি' রাখার সিদ্ধান্ত শুধু সামুদ্রিক ঐতিহ্যই অনুসরণ করে না, লাক্ষাদ্বীপের আমিনি দ্বীপের ভূ-রাজনৈতিক তাত্পর্যও তুলে ধরে। এই নামকরণ কনভেনশন জাহাজ এবং এর উদ্দেশ্যমূলক কর্মক্ষেত্রের মধ্যে একটি কৌশলগত এবং প্রতীকী সংযোগ প্রতিফলিত করে।

3. সহযোগিতামূলক নির্মাণ কৌশল:

ASW SWC জাহাজ নির্মাণে GRSE এবং L&T শিপবিল্ডিং-এর মধ্যে সহযোগিতা প্রতিরক্ষা উৎপাদনে একটি সমন্বয়মূলক পদ্ধতির উদাহরণ দেয়। একাধিক জাহাজ নির্মাণ সংস্থার শক্তিকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে, ভারতের লক্ষ্য হল দক্ষতা বাড়ানো এবং এই গুরুত্বপূর্ণ নৌ সম্পদের ডেলিভারি ত্বরান্বিত করা।

4. ভূমিকা এবং ক্ষমতা:

ASW SWC জাহাজগুলি, যা বার্ধক্যজনিত অভয় শ্রেণীর ASW কর্ভেটগুলিকে প্রতিস্থাপন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, উপকূলীয় জলে সাবমেরিন বিরোধী অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপরন্তু, নিম্ন তীব্রতা মেরিটাইম অপারেশন (LIMO) এবং মাইন লেইং অপারেশনে জড়িত থাকার ক্ষমতা ভারতের সামুদ্রিক স্বার্থ রক্ষায় তাদের ভূমিকায় বহুমুখীতা যোগ করে।

5. আত্মনির্ভর ভারতের দিকে অগ্রগতি:

এক বছরের মধ্যে চারটি জাহাজের সূচনা আত্মনির্ভর ভারত-এর স্বপ্নের প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতিকে স্পষ্ট করে। প্রতিরক্ষা প্রকল্পগুলিতে দেশীয় বিষয়বস্তুর উপর জোর দিয়ে, দেশটি বাহ্যিক উত্সের উপর নির্ভরতা হ্রাস এবং প্রতিরক্ষা উত্পাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য রাখে।

ভবিষ্যত ডেলিভারি এবং আদিবাসী বিষয়বস্তু:

ASW SWC প্রকল্পের প্রাথমিক জাহাজটি 2024 সালের গোড়ার দিকে বিতরণ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ভারতের নৌ শক্তিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত। এই জাহাজগুলিতে 80% এরও বেশি দেশীয় সামগ্রীর প্রতিশ্রুতি ভারতীয় উত্পাদন ইউনিটগুলি দ্বারা সম্পাদিত বৃহৎ আকারের প্রতিরক্ষা উত্পাদন বাড়ানোর জন্য একটি

Asutosh Mukherjee Road, College Para, Hathi More, Siliguri, West Bengal
+91 - 8436586516, +91-8436900456
thedhronas@gmail.com
thedronas.com
GET IT ON Google Play

সমন্বিত প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। এই উদ্যোগ শুধু জাতীয় সক্ষমতাই বাড়ায় না বরং দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

নৌ ইতিহাসে 'আমিনী'র তাৎপর্য:

'আমিনি' চালু করা শুধুমাত্র একটি প্রযুক্তিগত মাইলফলকের চেয়েও বেশি কিছু বোঝায়; এটি ভারতের নৌ ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। কৌশলগত নামকরণ, সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা এবং সামুদ্রিক ঐতিহ্যের আনুগত্য প্রকল্পটিতে একটি সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মাত্রা যোগ করে।

গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (GRSE):

GRSE, ASW SWC জাহাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নির্মাণের জন্য দায়ী সত্ত্বাকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার, ভারতের জাহাজ নির্মাণের ল্যান্ডস্কেপে এর বিশিষ্টতা প্রকাশ করে। 1884 সালে প্রতিষ্ঠিত, GRSE ভারতের একটি নেতৃস্থানীয় শিপইয়ার্ডে পরিণত হয়েছে, বাণিজ্যিক এবং নৌ জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামত উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞ। 1960 সালে GRSE কে জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত এবং 2006 সালে এটিকে মিনিরত্ন মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেশের প্রতিরক্ষা উৎপাদনে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেয়।

'আমিনি' চালু করা শুধুমাত্র একটি প্রযুক্তিগত মাইলফলকের চেয়েও বেশি কিছু বোঝায়; এটি ভারতের নৌ ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। কৌশলগত নামকরণ, সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা এবং সামুদ্রিক ঐতিহ্যের আনুগত্য প্রকল্পটিতে একটি সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মাত্রা যোগ করে। অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার শ্যালো ওয়াটার ক্রাফ্ট (ASW SWC) প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিরক্ষা সক্ষমতায় স্বনির্ভরতার জন্য ভারতের নিরলস সাধনাকে নির্দেশ করে।

এই কৃতিত্বটি আত্মনির্ভর ভারতের বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অনুরণিত, শুধুমাত্র ভারতের প্রযুক্তিগত দক্ষতাই নয়, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সম্পদের জন্য বাহ্যিক উত্সের উপর নির্ভরতা কমানোর দৃঢ় সংকল্পও প্রদর্শন করে। গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (জিআরএসই) এবং এলএন্ডটি শিপবিল্ডিংয়ের মধ্যে সফল সহযোগিতা ভারতের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের সমন্বয়বাদী শক্তির প্রতীক, যা ভবিষ্যতের যৌথ উদ্যোগ এবং অংশীদারিত্বের পথ প্রশস্ত করে।

'আমিনি' যখন জলে যাত্রা করে, এটি কেবল তার শক্তিশালী প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির ওজন বহন করে না বরং প্রতিরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য প্রচেষ্টাকারী একটি জাতির আকাঙ্খা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষাও বহন করে। এই কৃতিত্বের তাত্পর্য নৌ ডোমেনের বাইরেও প্রসারিত, বৈশ্বিক মঞ্চে ভারতের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির বর্ণনাকে প্রভাবিত করে।

আত্মনির্ভরশীল এবং প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত নৌ শক্তি হয়ে ওঠার দিকে ভারতের যাত্রায় 'আমিনি'-এর সূচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ চিহ্নিত করে। এটি কেবল একটি জাহাজের উৎক্ষেপণ নয়; এটি ভারতের স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন এবং দেশীয় সক্ষমতার মাধ্যমে তার সামুদ্রিক স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য অটল প্রতিশ্রুতির প্রমাণ। 'আমিনি' বহরে যোগদানের সাথে সাথে, এটি ভারতের সামুদ্রিক দক্ষতার প্রতীক এবং প্রতিরক্ষা উদ্ভাবন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার ভবিষ্যতের প্রচেষ্টার জন্য অনুপ্রেরণার আলোকবর্তিকা হিসাবে যাত্রা করে।

Asutosh Mukherjee Road, College Para, Hathi More, Siliguri, West Bengal
+91 - 8436586516, +91-8436900456
thedhronas@gmail.com
thedronas.com
GET IT ON Google Play